যুগান্তর

তারিখ 29 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২ ৪ কলাম ৪

একাদশ শ্রেণীর নকল বইয়ে সয়লাব দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

প্রশাসনের নীরবতায় বেপরোয়া সিন্ডিকেট

যশোর ব্যুরো

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) একাদশ শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজি বই নকল ছাপিয়ে তা যশোর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হচ্ছে। আর কদিন পরেই একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হবে। ফলে এটিকে সামনে রেখে নকল বই সরবরাহকারী সিন্ডিকেট বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সিন্ডিকেটের সরবরাহকৃত নকল বই জেলা শহর থেকে শুরু করে উপজেলা ও গ্রাম-গঞ্জের লাইব্রেরিগুলোতে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা এনসিটিবির বইয়ের কপি নিম্নমানের কাগজে হুবহু ছাপিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এতে সরকার যেমন মোটা অংকের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা হচ্ছেন প্রতারণার শিকার।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, চলতি বছর যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষায় ১ লাখ ১৪ হাজার ৮৪৭ জন এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড থেকে আরও প্রায় ১ লাখ শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে। এসব শিক্ষার্থীর সিংহভাগ এরই মধ্যে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে তাদের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। এদিকে কয়েক বছর ধরে এনসিটিবির উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা সংকলন ও ইংলিশ ফর টুডে বই ছাপা বন্ধ রয়েছে বলে সূত্রের দাবি। ফলে এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ওই দুটি বইয়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এ সুযোগে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যশোরের নকল বই সরবরাহকারী সিন্ডিকেট চক্র। এ চক্রটি নিম্নমানের কাগজে নকল বই ছাপিয়ে খুলনা বিভাগের ১০ জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের লাইব্রেরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রি করছে। ফলে যশোরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাজারগুলোয় নকল বইয়ের এখন রমরমা ব্যবসা চলছে। প্রকাশ্যে বেচাকেনা হচ্ছে এনসিটিবির নকল বই। অভিযোগ রয়েছে, সুযোগ সন্ধানী ব্যবসায়ীরা বছরের পর বছর ধরে লাইব্রেরিতে নকল বই মজুদ ও বিক্রি করলেও এনিয়ে প্রশাসনের কোন মাথাব্যথা নেই। নেই কোন তদারকির ব্যবস্থা। এতে পার পেয়ে যাচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ী চক্র। সূত্র আরও জানায়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অন্তত ২০০ ব্যবসায়ী নকল বই ছাপানো, বাঁধানো ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে যশোরেই রয়েছে ৭৩টি বই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।